অন্তরের রোগ

বই | অন্তরের রোগ - ১ম খণ্ড
মূল | শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদ | হাসান মাসরুর ও আব্দুল্লাহ ইউসুফ
সম্পাদনা | মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক | মুফতি ইউনুস মাহবুব

অন্তরের রোগ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

অন্তরের রোগ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
শাওয়াল ১৪৩৯ হিজরী / জুলাই ২০১৮ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান
খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯ ৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
sijdah.com
wafilife.com
amaderboi.com

নির্ধারিত মূল্য : ২৪০ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,ক
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

অন্তরের রোগ: আসক্তি / ৭
অন্তরের রোগ: প্রবৃত্তির অনুসরণ / ৬৯
অন্তরের রোগ: দুনিয়ার মহব্বত / ১২১
অন্তরের রোগ: নিফাক / ১৭৯

অন্তরের রোগ: আসক্তি

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা ১১

شهوة বা আসক্তির সংজ্ঞা ১২

আসক্তিকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? ১২

নিষিদ্ধ আসক্তির মধ্যে লিপ্ত হওয়ার কারণসমূহ ১৬

কামনা-বাসনা ও আসক্তির সাথে কেমন আচরণ করবে? ২০

লজ্জাস্থানের হেফাজতের পূর্বে চোখের হেফাজতের কথা উল্লেখ করার কারণ ২৭

কীভাবে আমরা আসক্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি? ৪১

পূত-পবিত্র লোকদের ঘটনা ৫৭

আসক্তির গহ্বরে পড়ে ধ্বংসে পতিত হয়েছে, এমন লোকদের কিছু ঘটনা ৬৪

পরিশিষ্ট ৬৭

নিজের মেধা যাচাই কর ৬৮

প্রারম্ভিকা

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين

বর্তমান যুগে আসক্তি ও এর আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য অতীব জরুরি। কেননা, বর্তমানে আসক্তি-উত্তেজনা ও এর প্রভাব এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, গোটা সমাজ এর ফলে ধ্বংসে পতিত হচ্ছে।

আসক্তি কী? আসক্তিকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? আসক্তির ফলে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহে জড়িত হওয়ার কারণগুলো কী?

কী এ কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা? ইত্যাদি বিষয়গুলো এ গ্রন্থে আলোচনা করা হবে।

এ গ্রন্থটি প্রস্তুত করতে এবং এর বিষয়গুলোকে একত্র করতে যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন, আমরা তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এবং তাদের যাবতীয় কল্যাণ কামনা করছি। এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাদেরকে আরও বেশি বেশি উত্তম কাজ করার তাওফীক দান করেন। আমীন!

হে আল্লাহ! হারাম থেকে বাঁচিয়ে হালাল দ্বারা আমাদেরকে আপনি অভাবমুক্ত করুন। আপনার আনুগত্য দ্বারা আমাদেরকে আপনার অবাধ্যতা থেকে হেফাজত করুন। আর আপনার অনুগ্রহে আমাদেরকে গাইরুল্লাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

- মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

شهوة বা আসক্তির সংজ্ঞা

شهوة বা আসক্তির আভিধানিক অর্থ:

ইবনে ফারেস রহ. বলেন, شهوة শব্দটি শীন, হা ও মু'তাল হরফ ওয়াও এর সমন্বয়ে গঠিত। আরবিতে বলা হয়— رجل شهوان অর্থাৎ প্রলুব্ধ, লোভী ও আকাঙ্ক্ষাকারী লোক।[১] (شهوة অর্থ হচ্ছে আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা ইত্যাদি।)

ফাইরুয আবাদী রহ. বলেন— شهي الشئ وشهاه يشهاه شهوةً এ কথাটি তখন বলা হয়ে থাকে, যখন কোনো লোক কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে, বস্তুটিকে মহব্বত করে, বস্তুটির ব্যাপারে তার আগ্রহ থাকে এবং সে তা কামনা করে।[২]

شهوة বা আসক্তির পারিভাষিক অর্থ:

পরিভাষায় شهوة বা আসক্তির একাধিক অর্থ আছে। এখানে আমরা গুরুত্বপূর্ণ দু'একটি অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করব।

এক. شهوة বা আসক্তি মানুষের দৈহিক একটি স্বভাব, যার ওপর ভিত্তি করেই মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানব সৃষ্টির রহস্য, মহান উদ্দেশ্য ও মহৎ লক্ষ্য সাধিত হয়।

দুই. আসক্তি হলো নারী ও পুরুষের সংসার করার আগ্রহ।

তিন. আসক্তি হলো কোনো বস্তুর প্রতি অন্তরের চাহিদা।

আসক্তিকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, আমাদের দুনিয়ার জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ অর্জনে আমরা যেন সহযোগিতা লাভ করতে পারি, তাই আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে আসক্তি ও কামনা-বাসনাকে সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়াও তিনি আমাদের মধ্যে

১. মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ: ৩/১৭১
২. লিসানুল আরব: ১৪/৪৪৫

খাবারের চাহিদা ও তা থেকে স্বাদ গ্রহণের চাহিদা সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত, এটি মহান আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। এর মাধ্যমে আমরা দুনিয়াতে আমাদের দৈহিক ক্ষমতা সচল রাখার শক্তি লাভ করি। অনুরূপভাবে বিবাহের আসক্তি, এর মাধ্যমে যৌন চাহিদা মেটানো। এটিও মহান আল্লাহর অনেক বড় একটি নেয়ামত। এর দ্বারা বংশ পরিক্রমা ও তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেসব কর্ম ও ইবাদত-বন্দেগী করার নির্দেশ দিয়েছেন, যদি আমরা আমাদের শক্তি দ্বারা তা পালন করতে পারি; তাহলে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ লাভে সক্ষম হব এবং আমরা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন। আর যদি আমরা আমাদের আসক্তির পূজা করি এবং যা আমাদের ক্ষতির কারণ হয়, তা করতে থাকি, যেমন হারাম খাওয়া, অন্যায়ভাবে উপার্জন করা, অপচয় করা, স্ত্রীদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা ইত্যাদি; তাহলে আমরা আল্লাহর নিকট জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে গণ্য হব। কখনোই তাঁর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়কারী বান্দা হিসেবে বিবেচিত হব না।[৩]

সুতরাং কামনা-বাসনা ও আসক্তি মূলত কোনো খারাপ বিষয় নয়, তবে এর ব্যবহারের কারণে তা ভালো ও খারাপে পরিণত হয়। কামনা-বাসনা ও আসক্তিকে যদি বৈধ ও কল্যাণের কাজে ব্যবহার করা হয়, তখন তা অবশ্যই ভালো এবং প্রশংসনীয়। আর তা না করে যদি তাকে খারাপ ও মন্দ কাজে ব্যবহার করা হয়, তখন তা অবশ্যই খারাপ বলে বিবেচিত হবে।

এতে আল্লাহ তাআলা'র আরও বড় হিকমত হলো, যদি মানুষের মধ্যে কামনা-বাসনা ও আসক্তি না থাকত, তাহলে সে কখনোই বিবাহ করত না, সন্তান লাভের প্রতি তার মাঝে কোনো আকর্ষণ থাকত না এবং সন্তানের চাহিদা থাকত না। ফলে আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে মানব সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য হাসিল হতো না এবং তার প্রতিফলন ঘটত না। এ কারণে বলা চলে, আমাদেরকে সৃষ্টি করার বিশেষ হিকমত ও বুদ্ধিমত্তা হলো, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন এক আসক্তি বা কামনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে আমাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব। অন্যথায় আমরা টিকে থাকতে পারতাম না, আমাদের বংশ-পরিক্রমা ও তার ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যেত এবং দুনিয়ার স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হতো। কিন্তু

৩. আল-ইস্তিকামাহ: ১/৩৪১-৩৪২

কামনা-বাসনা ও আসক্তির চাহিদা কখনো কখনো মানব জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে বিপর্যয় ডেকে আনে।

আর সৃষ্টির বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা'র চিরন্তন পদ্ধতি হলো, তিনি বিভিন্ন হিকমত ও মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তাদের সৃষ্টি করেন। আর দুনিয়াতে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন। আর এ পরীক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে কামনা-বাসনা ও আসক্তির চাহিদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি এ পার্থক্য স্পষ্ট করে দিতে পারেন— কে তাঁর অনুগত বান্দা, আর কে অবাধ্য। তিনি আরও স্পষ্ট করেন— কে তাঁর পবিত্র বান্দা, আর কে অপবিত্র ও সীমালঙ্ঘনকারী।

মালেক ইবনে দীনার রহ. বলেন, পার্থিব চাহিদা যার নিকট প্রাধান্য পায়, শয়তান তাকে আল্লাহর আশ্রয় থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।[৪]

হাসান বসরী রহ. বলেন—

رُبَّ مَسْتُورٍ سَبَتْهُ شَهْوَةٌ *** فَتَعَرَّى سِتْرُهُ فَانْهَتَكَا

صَاحِبُ الشَّهْوَةِ عَبْدٌ فَإِذَا *** غَلَبَ الشَّهْوَةَ أَضْحَى مَلِكَا

> "অনেক আত্মগোপনে থাকা মানুষকে তার আসক্তি বন্দী করে ফেলে। অতঃপর যখন সে গোপন পর্দা খুলে যায়, তখন তা আবরণশূন্য হয়ে পড়ে। কামনা-বাসনা ও আসক্তির পূজারি হলো একজন দাস; কিন্তু যখন সে তার আসক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তখন সে সত্যিকার বাদশায় পরিণত হয়।"[৫]

দুনিয়ার যেসব বিষয়ের প্রতি পুরুষদের সবচেয়ে বেশি আসক্তি জাগে এর অন্যতম হলো নারী। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে আসক্তিকর বিষয়গুলোর মাঝে নারীদের কথা প্রথমে আলোচনা করেছেন। তিনি মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন, নারীদের ফেতনা সর্বাধিক মারাত্মক, ক্ষতিকর এবং সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে এর প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী ও ভয়াবহ। তিনি ইরশাদ করেন—

৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া: ২/৩৬৫; যাম্মুল হাওয়া: ২২
৫. রওযাতুল মুহিব্বীন: ৪৮৪; যাম্মুল হাওয়া: ৩৪

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾

"মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে কামনা-বাসনা ও আসক্তির ভালবাসা— নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।"[৬]

উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য অধিক ক্ষতিকর নারীদের চেয়ে খারাপ কোনো ফেতনা রেখে যাইনি।"[৭]

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

اتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

"তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাক এবং নারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। কারণ, বনী ইসরায়ীলদের সর্বপ্রথম ফেতনা ছিল নারীদের ব্যাপারে।"[৮]

৬. সূরা আলে ইমরান: ১৪

৭. সহীহ বুখারী: ৫০৯৬; সহীহ মুসলিম: ২৭৪০

৮. সহীহ মুসলিম: ২৭৪২

নিষিদ্ধ আসক্তির মধ্যে লিপ্ত হওয়ার কারণসমূহ

০১. ঈমানের দুর্বলতা:

মুমিনের আত্মরক্ষার জন্য সবচেয়ে মজবুত ও বড় হাতিয়ার হচ্ছে তার ঈমান। ঈমানই মুমিনের সবচেয়ে বড় দুর্গ— যা তাকে মন্দ, হীন ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। যখন কোনো মানুষ আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরে যায়, তখন তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সে আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্য কাজে লিপ্ত হওয়ার সাহস পায়। এ কারণেই কোনো কোনো মনীষী বলেন, তিনটি জিনিস হলো তাকওয়ার নিদর্শন। এক. শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও খারাপ কামনা-বাসনা ও আসক্তির চাহিদাকে ছেড়ে দেওয়া। দুই. নফসের বিরোধিতা করে নেক আমলসমূহ পূর্ণভাবে পালন করা। তিন. নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমানতকে তার হকদারের নিকট পৌঁছে দেওয়া।[৯] এ তিনটি কাজ যে ব্যক্তি করবে তা প্রমাণ করে যে, তার মধ্যে ঈমান ও দীনদারিতা রয়েছে। কারণ, তার সামনে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার পথ উন্মুক্ত; কিন্তু সে শুধু আল্লাহর ভয়েই তা থেকে বিরত থাকছে। সে তার নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে স্বীয় আত্মাকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতে বাধ্য করছে। তার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমানতকে তার প্রকৃত হকদারের নিকট পৌঁছে দিয়েছে।

০২. অসৎ সঙ্গ:

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

> "মানুষ তার বন্ধুর আদর্শ অবলম্বন করে, সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ্য রাখে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।"[১০]

মানুষ যেসব পাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছে, এর অধিকাংশের কারণ হলো তার অসৎ সঙ্গী।

সতেরো বছরের এক যুবক তার জীবনের প্রথম অপকর্মের বর্ণনা দিয়ে বলল,

৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৯/৩৯৩
১০. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৩৩; সুনানে তিরমিযী: ২৩৭৮

আমি আমার এক বন্ধুর বাসায় তার সাথে দেখা করতে গিয়ে সেখানে নিষিদ্ধ সিনেমা দেখি। আমি তার কামরায় অবস্থান করছিলাম, এ সময় সে একটি ভিডিও ফিল্ম চালিয়ে তা দেখতে থাকে, আমিও তার সাথে বসে তা দেখতে থাকি। এ ছিল আমার জীবনের সর্বপ্রথম অপরাধ।

আল্লাহ তাআলা নোংরামি, অশ্লীলতা ও ব্যভিচারকে হারাম করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾

"আল্লাহ কোনো মন্দ কথার প্রচার করা পছন্দ করেন না, তবে কারো ওপর জুলুম করা হলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।"[১১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ

"ঈমানদার ব্যক্তি খোটাদানকারী নয়, অভিশাপকারীও নয়; অনুরূপভাবে অশ্লীল ও খারাপ বচনবিশিষ্ট ও নোংরা ব্যক্তিও হতে পারে না।"[১২]

০৩. দৃষ্টির হেফাজত না করা:

দৃষ্টির হেফাজত না করার কারণে মানুষ নিষিদ্ধ আসক্তির মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। দৃষ্টি হলো ইবলিসের বিষাক্ত তীর। আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের দৃষ্টির ব্যাপারে অধিক সতর্ক করেছেন। তিনি তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন—

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾

১১. সূরা নিসা: ১৪৮
১২. সুনানে তিরমিযী: ১৯৭৭

> "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।"[১৩]

০৪. বেকারত্ব:

বেকার জীবন বা অবসরতা যুবকদেরকে হারাম কাজের দিকে নিয়ে যায়। যারা বেকার বা অবসর সময় কাটায়, তারা নানান অন্যায় ও অশ্লীল কাজের চক আঁকতে থাকে। ধীরে ধীরে তাদের অবস্থা এমন হয়, তারা শুধু মন্দ ও অশ্লীল বিষয়েরই চিন্তা করে। ভালো কোনো চিন্তা তাদের মাথায় কাজ করে না। ফলে অবসর ব্যক্তি এমন মন্দ ও খারাপ অভ্যাসের অনুশীলন করতে থাকে, যা তার জীবনকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

মানুষের নফস যদি আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল না থাকে; তাহলে তো তা আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যস্ত থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বাণীতে এ কথাটিই বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ

> "দুটি নেয়ামত এমন আছে, যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ প্রবঞ্চিত। এক. সুস্থতা, দুই. অবসরতা।"[১৪]

বেকার ও অবসর থাকা বড় একটি মুসীবত এবং আত্মার জন্য মারাত্মক ক্ষতি; যদি না মানুষ কোনো ভালো কাজে ব্যস্ত থাকে।

০৫. নিষিদ্ধ কাজের ব্যাপারে সহনশীলতা দেখানো:

অধিকাংশ সময় নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা ও তাদের সাথে সাক্ষাৎ-মেলামেশা মানুষকে অশ্লীল কাজ করতে বাধ্য করে। অথচ, প্রথম যখন একজন মানুষ কোনো নারীর সাথে কথাবার্তা বলে ও তার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন হয়তো তার মাঝে খারাপ কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু হারাম কাজে সহনশীলতা ও শিথিলতা প্রদর্শনের কারণে তা তাকে বড় হারাম ও কবীরা গুনাহের দিকে নিয়ে যায়।

---

১৩. সূরা নূর: ৩০

১৪. সহীহ বুখারী: ৬৪১২

বর্তমানে অনেক পরিবার আছে, যারা চাকরানি বা গৃহপরিচারিকাকে তাদের যুবক ছেলের সাথে কথাবার্তা বলা বা মেশার ক্ষেত্রে কোনো বাধা দেয় না। তারা এটাকে কিছুই মনে করে না। কিন্তু পরবর্তীতে যখন দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তখন তারা লজ্জায় নিজেই নিজের আঙুল কাটতে থাকে।

আবার অনেক পরিবার আছে, যারা তাদের মেয়েদের ড্রাইভারের সাথে একাকী ছেড়ে দেয়। তারা মনে করে, তাদের মেয়ের ব্যাপারে ড্রাইভার কি আর খারাপ কিছু ভাববে বা মেয়ে কি ড্রাইভারের প্রতি আকৃষ্ট হবে? কিন্তু দেখা যায়, মেয়ে ড্রাইভারের প্রেমে পড়ে যায় এবং অনেক সময় তা-ই ঘটে, যা তুমি কোনো দিন চিন্তাই করনি।

গুনাহের প্রতি শৈথিল্য মানসিকতা ও সহনশীলতা দেখানোর কারণে এ ধরনের অনেক ঘটনাই আমাদের সমাজে ঘটে চলছে; যা একজন মানুষকে মহাবিপদ ও ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করে।

০৬. গুনাহের আসক্তি উদ্দীপক বা যৌন উত্তেজক বস্তু কাছে রাখা:

মানুষের হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে গুনাহের আসক্তি উদ্দীপক বা যৌন উত্তেজক বস্তু কাছে রাখা। যেখানে এগুলো সহজভাবে পাওয়া যায়, সেসব স্থানের নৈকট্যে অবস্থান করা। এ কারণেই শরীয়ত অপকর্মের সকল উপাদানকে নিষেধ করেছে। যেমন, শরীয়ত রাস্তার মাঝে বসা হতে নিষেধ করেছে। কারণ, রাস্তায় বসলে বিভিন্ন ধরনের নোংরা ছবি-পোস্টার ও নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাতের আশঙ্কা থাকে; যেগুলো একজন মানুষের মাঝে যৌন উত্তেজনাকে বৃদ্ধি করে এবং তাকে অপকর্ম করতে উৎসাহ জোগায়।

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟، قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

> "তোমরা রাস্তার মাঝে বসা হতে বিরত থাক। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। আমরা রাস্তায় বসে কথাবার্তা বলি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি রাস্তায় বসা ছাড়া তোমাদের কোনো উপায় না থাকে; তাহলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। এ কথা শোনে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কী? তিনি বলেন, রাস্তার হক হলো— চক্ষুকে অবনত করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তুকে হটানো, সালামের উত্তর দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ করা এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করা।"[১৫]

এমনকি ইসলামি শরীয়ত ইবাদতের স্থানেও নারী ও পুরুষের সংমিশ্রণকে নিষেধ করেছে। (মাসজিদে জামাআতে) নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রেও নারীদের কাতারকে পুরুষের কাতার থেকে আলাদা করেছে। নারীদের জন্য মাসজিদে প্রবেশের দরজা আলাদা করার নির্দেশ এসেছে। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদ থেকে বের হতে বিলম্ব করতেন, যাতে পুরুষদের আগে মহিলারা বের হতে পারে। আর এসবই হলো, যেন একজন মানুষ যৌন উত্তেজনা হতে দূরে থাকতে পারে।

মানুষের মাঝে গুনাহের উদ্দীপনা ও যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যেমন গান-বাজনা, সিনেমা, আবাসিক হোটেল, ক্যাফে-রেস্তোরা, খেলাধুলার অনুষ্ঠান, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি যেগুলোতে নারীদের নগ্ন ছবি ছাপানো হয়— এসব থেকে অবশ্যই নিজেকে দূরে রাখতে হবে। বর্তমানে ইন্টারনেট ও ফেসবুক মানুষের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য একটি বড় ধরনের উপকরণ বা মাধ্যম। এতে শুধু চরিত্রই নষ্ট হয় না; বরং এতে রয়েছে সময়ের অপচয়, অনর্থক কাজে লিপ্ত থাকা ইত্যাদি। আর সময়ের অপচয় ও সময় নষ্ট করা একজন মানুষের জীবনের জন্য খুবই মারাত্মক ও ক্ষতিকর।

কামনা-বাসনা ও আসক্তির সাথে কেমন আচরণ করবে?

যখন একজন মুসলিমের মাঝে আসক্তি বা খারাপ কোনো কামনা-বাসনা জাগে, আর তার সামনে হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকেই সুশোভিত করা হয়, তার জন্য

১৫. সহীহ বুখারী: ২৪৬৫; সহীহ মুসলিম: ২১২১